108

তারিখ 23 APR 1991
পৃষ্ঠা ... কলাম 3

দৈনিক ইনকিলাব

শিক্ষাঙ্গন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় দিবস

গত ৩১ মার্চ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালিত হল। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এ দিবসের আয়োজন করা হয়।

৩৫ বছর আগে ১৯৫৩ সালের এই দিনে তদানীন্তন প্রাদেশিক আইন পরিষদে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিল পাস হয়। একই বছর জুলাই মাসের ৬ তারিখে প্রফেসর ইতরাত হোসেন জুবেরীকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর হিসাবে নিয়োগ করা হয়। গত বছর ৬ জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালিত হলে এ বছর ৩১ মার্চ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয় স্টেডিয়ামে নির্ধারিত প্রধান অতিথির অনুপস্থিতিতেই ভাইস চ্যান্সেলর কিছু বেলুন উড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। পর পরই বিএনসিসি রোভার ও রেঞ্জারগণ কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করে। সকাল ৮টায় শুরু হয় আলোচনা ও স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জাতীয় পতাকা ও বিশ্ববিদ্যালয় পতাকা উত্তোলন ছাড়াই জাতীয় সংগীত বাজিয়ে এ অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। দর্শক গ্যালারী থেকে শত শত ছাত্র-ছাত্রী এর চরম প্রতিবাদ জানায়। এক পর্যায়ে ছাত্ররা স্টেডিয়ামের তার কাঁটার বেড়া পার হয়ে মাঠের মধ্যে নির্ধারিত মঞ্চের দিকে ছুটে যায়। এ অবস্থায় কর্তৃপক্ষ অনুষ্ঠান থামিয়ে তাড়াহুড়ো করে মাঠে জাতীয় পতাকা ও বিশ্ববিদ্যালয় পতাকা উড়িয়ে সবার কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন। পুনরায় জাতীয় সংগীত বাজিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানে ২৫ জন প্রাক্তন ছাত্র ও অভিভাবকের বক্তব্য রাখার কথা ছিল। কিন্তু মাত্র ১১ জনের বক্তব্যের পর মাইকের ত্রুটিজনিত কারণে সভাপতির ভাষণ ছাড়াই অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে অন্যান্য কর্মসূচীর মধ্যে সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত তিনটি বিজ্ঞান ভবনে একাডেমিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষের দুর্বল ব্যবস্থাপনায় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক শিক্ষকের গবেষণাসমূহ এতে স্থান পায়নি। বিকাল তিনটায় শিক্ষক অতিথি ও মহিলাদের জন্য এবং সন্ধ্যা ৭টায় ছাত্রদের জন্য কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে মঞ্চস্থ হয় নাটক 'অচলায়তন'। কিন্তু সেখানেও বসার সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকায় অতিথিগণের অনেকে ফিরে যান। বিকেল ৫টায় প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমান ছাত্রদের মধ্যে এক প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রাক্তন ছাত্ররা বর্তমান ছাত্রদের ২-১ গোলে হারিয়ে বিজয়ী হন।

বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের দৈন্যতা সম্পর্কে জনৈক প্রধান শিক্ষক বলেন, "একখানি দাওয়াতপত্র পেয়েছিলাম. কিন্তু যোগদানের অনুপ্রেরণা লাভ করিনি। মনে হল, বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তি এই দিনটিকে বিশেষ ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করছেন"। বিশ্ববিদ্যালয় দিবস সম্পর্কে শিক্ষক-ছাত্র-কর্মচারী অনেকের মনেই এ ধরনের বিরূপ ধারণা রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে ২০ পৃষ্ঠার একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। কিন্তু এতে শহীদ ছাত্র-শিক্ষকদের সবার নাম ছিল না। তাই ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের চাপে তা বিতরণ বন্ধ হয়ে যায়।

দিনের শেষে ছাত্র নেতৃবৃন্দের সংগে আলাপ প্রসংগে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের অনিচ্ছাকৃত বিভিন্ন ত্রুটির জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। ছাত্র-শিক্ষক সবার ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমে ভবিষ্যতে আরো সুন্দর অনুষ্ঠান করা সম্ভব হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

—হুমায়ুন কবির বুলবুল